Released
7-9-1940

শ্রেষ্ঠাংশে :

* লীলা চিট্‌নীশ্‌
* অশোক কুমার
* হন্সা ওয়াডকর
* রামা শুকুল
* মুমতাজ আলি

*

চিত্র কাহিনী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

পরিচালক :

এন, আর, আচার্য্য

*

সঙ্গীত পরিচালনা

শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ ও

শ্রী রাম পাল

*

প্রযোজনা :

৺হিমাংশু রায়

* * * * *

শ্রেষ্ঠ তারকা সমন্বিত

— বম্বে টকীজের —

আর একটী চাঞ্চল্যকর

চিত্র নিবেদন

আজাদ

শীঘ্রই নূতনতম বাণী লইয়া আপনাদের অভিবাদন জানাইবে

*

বিদ্রোহী মন যখন সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় — ইহাকে বীরত্ব বলিব, না লজ্জার কথা বলিব ?

আজাদ

আপনাকে তাহার উত্তর দান করিবে

"প্যারাডাইস"এ

— আগত প্রায়—

কে, এস, দরিয়াণীর প্রীতি নিবেদন

সাপুড়ি

ক্বষিণ মুভীটোনের

বাঙ্গালা চিত্রার্ঘ্য

ক্বষিণ মুভীটোন : : কলিকাতা

চিত্র পরিবেশক

— কপূরচাঁদ লিমিটেড্ —

রূপকারীগণ

পরিচালক ও চিত্রশিল্পী	...	প্রমথেশ বড়ুয়া
কাহিনী	...	কে, এস, দরিয়াণী
সংলাপ	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
গীতকার	...	অজয় ভট্টাচার্য্য মোহন রায়
সুরশিল্পী	...	অনুপম ঘটক
শিল্পনির্দ্দেশক	...	অর্জ্জুন রায়, ভূপেন মজুমদার
শব্দযন্ত্রী	...	রবীন চ্যাটার্জ্জি
রসায়নাগারিক	...	রঘুবীর তলোয়ার
চিত্র সম্পাদক	...	বিনয় ব্যানার্জ্জি
আলোক-সম্পাতকারী	...	সাধন রায়
রূপ সজ্জাকর	...	রামু
ব্যবস্থাপক	...	চাচা চন্দিরাম

— সহকারী —

পরিচালনায়	...	বিভূতি ও ললিত চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পে	...	দিলীপ গুপ্ত, অমল সেন
শব্দানুলেখনে		শচীন চক্রবর্ত্তী, কামোদেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালনায়	...	রবি চ্যাটার্জ্জি
শিল্প নির্দ্দেশনায়	...	গোপী সেন
চিত্র সম্পাদনায়	...	রমেশ যোশী
ব্যবস্থাপনায়	...	সুধীর সরকার, রেণু, ধীরেন
প্রচার কার্য্যে	...	বঙ্কিম চ্যাটার্জী

চরিত্র-পরিচয়

প্রতিমা	....	পদ্মা দেবী
রমেশ	....	প্রমথেশ বড়ুয়া
রাখাল	....	বদ্রীপ্রসাদ
হরেন্দ্রনাথ	....	নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি
হরেন্দ্রনাথের স্ত্রী	....	নিভাননী
রাজেন	....	রবীন মজুমদার
গোপেন	....	জীবেন বসু
শোভা	....	সরযুবালা
জ্যোতিষী	....	কানু বন্দ্যো (এঃ)

ফিল্ম করপোরেশন ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ, ফটোগ্রাফ যন্ত্রে গৃহীত

বাঙলার মেয়ে—বাঙলার বৌ। তার ওপরে যদি হয় গরীবের ঘরের তা হোলে তো কথাই নেই! মানুষের জীবনে এত বড় অভিশাপ ভগবান বোধ হয় আর কোন জাতির ওপর দেন নি।

প্রতিমা ছিল বাঙলার এমনি একটি মেয়ে—গরীব কাজেই অভিশপ্ত। তবুও তার দাদা রমেশচন্দ্র গ্রামে সামান্য মাষ্টারী করে যা রোজগার করতো, তাকে সহরের কলেজে পড়াতেই সমস্তটা খরচ হ'য়ে যেতো। তারপর সেই কলেজের অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথকে যখন সে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলে তখন রমেশ একটা মৃদু আপত্তি না জানিয়ে পারে নি।

রাজেন্দ্রনাথ বা প্রতিমা কারুরই কাছে কিন্তু সে বাধা টিকলো না। রাজেন্দ্রনাথ একদা রমেশকে প্রশ্ন করলে, 'আমাদের প্রেমকে আপনি কি বিশ্বাস করেন না।'

রমেশ উত্তরে শুধু বললে : 'বিশ্বাস করি, তবে বাঙালীর সংসারে স্বামীর সৌখীন ভালবাসার কোন মূল্য নেই।'

কিন্তু তবুও প্রতিমাকে শেষ পর্য্যন্ত রাজেন্দ্রের হাতেই সঁপে দিতে হোল। সহরের ধনীর দুলালের সঙ্গে বিয়ে দিতে রমেশকে সর্ব্বস্ব বেচতে হোল—এর পরিণাম কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে প্রতিমা সেদিন বুঝেছিল কি-না কে জানে!

রাজেন্দ্র ঘরে বৌ নিয়ে এল। বাঙালীর সংসার—কর্ত্তা হরেন্দ্রনাথ শেয়ার মার্কেট আর জ্যোতিষী নিয়েই মেতে থাকেন সর্ব্বক্ষণ—শুভলগ্ন দেখলেই টাকার লেনদেন হয়। গৃহিণী নতুন বৌ যাচাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—উল্টেপাল্টে বারবার দেখেও বোধহয় তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না।

তারপর প্রথম তত্ত্ব এলো—পাড়াপ্রতিবেশী হাসলো—গরীবের তত্ত্ব! সামাজিকতার এ হানি সওয়া যায় না—সুতরাং তত্ত্ব বিলিয়ে দেওয়া হোল চাকরবাকরদের মধ্যে। প্রতিবেশীনি পরিহাস করে বললেঃ 'আমি হোলে বোনের জন্যে দড়ি-কলসী তত্ত্ব পাঠাতুম।' গিন্নীমা ভাবেনঃ কত বড় ঘরেই না তিনি-ছেলের বিয়ে দিতে পার্ত্তেন!

শেষ পর্য্যন্ত রমেশ ভিটেটুকুর মায়াও রাখলে না—বেচে দিয়ে কলকাতায় এলো চাকরীর চেষ্টায়। ছোটভাই রাখালকে নিয়ে সে উঠলো বোনের শ্বশুরবাড়ীতে। গিন্নিমা আগেই সাবধান করে দিয়ে বললেনঃ 'দেখো বাবা, পেছনের দরজা দিয়ে এসো। সামনে কর্ত্তার কাছে সায়েব সুবোরা আসেন।'—বলাতো যায় না, গাঁয়ের লোক!

রমেশের বুকে কথাগুলো তীরের মত বিঁধলো। আর ক্ষণবিলম্ব না করে সে রাখালের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালো।

* * *

হঠাৎ ব্যবসায়ে কর্ত্তা লোকসান খেলেন। তাঁর মনে হোল বৌ-মা এ বাড়ীতে পা দেওয়া থেকেই যেন লক্ষ্মী পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছেন। জ্যোতিষী বৌমার কোষ্ঠি নিয়ে বসলেন : সর্ব্বনাশ ! কন্যার রাক্ষসগণ আর পুত্রের নরগণ—হবে না লোকসান !

ছেলের জিদে এই অলুক্ষণে বৌকে ঘরে আনতে হয়েছে—হরেন্দ্র-নাথের আর আফশোষের সীমা রইল না। গিন্নীমা রায় দিলেন : এমন কালনাগিনীকে ঘরে পুষে সর্ব্বনাশ আর তিনি বাড়তে দেবেন না। তবুও বৌ, ফেলে তো দেওয়া যায় না—শেষ পর্য্যন্ত বৌয়ের আলাদা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হোল।

রাজেন সব দেখলো, সবই শুনলো। শেষে রুখে দাঁড়ালো—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, ভবিতব্যের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। প্রতিমাকে বললে : 'চলো, সব ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

দুর্ব্বল প্রতিমা কেঁদে বললে ঃ 'পাপপুণ্য, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত বুঝিনা—তবু আমার শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে বলো না।'

সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত রাজেনকে একাই গৃহত্যাগী হতে হোল।

* * *

ভাল চাকরী চাইলেই পাওয়া যায় না। রমেশের ভাগ্যে জুটলো দিন মজুরী—মোটরের কারখানায় ছোট একটা কাজ। দিন আনে, দিন খায়। বস্তির অন্ধকার খোপে ছোট ভাইটিকে নিয়ে দিন কাটায়।

একদিন দেখলে রাজেন এসেছে কারখানায় তার গাড়ীখানা বেচে দিতে। রমেশ সব শুনলো—আরও শুনলো, রাজেন গৃহত্যাগী হবার পর মদ খেয়ে জুয়া খেলে সবই উড়িয়ে দিয়ে শেষে গাড়ীখানাও বিক্রী করতে এসেছে।

রমেশ তাকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, বোনের মুখ চেয়ে গৃহে ফিরে যেতে অনুরোধ করলে। জবাবে রাজেন বললে, 'প্রতিমা আমাকে বিয়ে করেনি, করেছে আমার সংসারকে, আমার সমাজকে, আমার আভিজাত্যকে!'

তবুও রমেশ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললে : 'বাঙালীর বৌ পরাধীন, তাকে আপনি স্বাধীন করে তুলুন।'

উত্তর এলো ; 'স্বাধীনতা হাতে করে তুলে দিলে তবে সে হবে স্বাধীন! তা হয়নি কখনো, আজও হবে না।'

রাজেন ফিরে গেল তার অভিমান নিয়ে, আর রমেশের সামনে তুলে ধরে গেল ভবিষ্যতের এক অন্ধকার ছবি।

* * *

দিন যায়।

প্রতিমা শয্যা নিয়েছে। চোখের জলই তার সম্বল ; মৃত্যুই একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসা।

রমেশেরও সংসার চলে না।

অসুখ ; অষুধের খরচা জোটে না।

হাত সে কোনদিনই কারও কাছে পাতবে না।

সংসার চলে—কারও দিকে তাকাবার অবসর নেই তার।

দিনের পর দিন আসে যায়···কালের স্রোত সমানেই বয়ে চলে। সেই স্রোতের মুখে এই জীবন কয়টি ভেসে চললো।

কোথায় ?·····কোন পথে ?·····কোন পরিণতিতে—

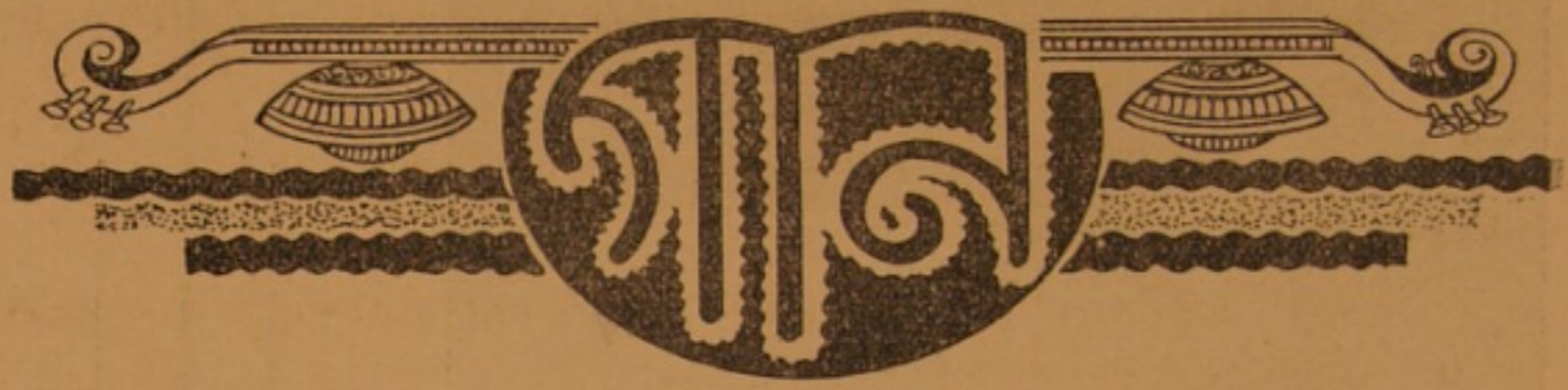

গান

(১)

এক চাঁদ আজি শত চাঁদ কেন হলো
এক ফুলে শত-ফুলে-মধু কেন বলো
আমার ভুবন তোমার মাঝারে হারা
দেখনি তো হায় তোমার নয়নে
নেমেছে রাতের তারা।
ওপারের ঢেউ এপারের সনে মিশে
উলু দিল তাই পাখীরা গানের শীষে
তুমি চন্দন আমি মিলি বারি হয়ে
তোমার বেণুতে গান হ'য়ে ফুটি
ঘুম-ভাঙ্গা সুর ল'য়ে।
সীমার বাঁধনে এ-মিলন নাহি রহে
মন দে'য়া নে'য়া ধূলির বাসরে নহে
আরো চাওয়া আরো পাওয়া যেথা সেথা চলো।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(২)

বাংলার বধূ, বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা,
কত সীতা সতী পরাণে তাহার গোপনে বেঁধেছে বাসা।
শিবের পূজায় শিব সে যে পায়, পুতুল খেলায় বাসর সাজায়,
বালিকা সে হয় বালিকা তো নয় জানি তবু অজানা সে
কখনো তাপসী কখনো ঘরণী কল্যাণী গৃহবাসে॥
বৈশাখে তার উদাস নয়ন আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন,
কাল-দিঘি-জলে আপন ছায়া সে, আনমনে দেখে সাঁঝে,
মনের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় না, ভুল হয় সব কাজে॥
প্রথম আষাঢ়ে নীল মেঘ পানে কেন সে বালিকা নীল আঁখি হানে,
ডাহুকির ডাকে কত ব্যথা জাগে পাষাণে বাঁধে সে হিয়া
আঁধারে লুকায়ে আঁধার বয়ান প্রিয় লাগি কাঁদে প্রিয়া।

কাশ বনে কে গা শ্বাস ফেলে যায়,
আঁচল দোলায় আশিন হাওয়ায়,
কার মধু ডিঙা ভিড়বে এ ঘাটে
ফিরবে কি প্রিয় ঘরে
শেফালিকা তলে কাঁকণের বোলে মালা গাঁথে পরে পরে ॥
ফাল্গুনে ঐ অশোক-পলাশে তারি হিয়া বুঝি রাঙা হয়ে হাসে,
কোকিলার গানে সুখের বেদনা সহিতে পারে না বালা,
কিবা যেন চায় কহিতে না চায় চন্দনে বাড়ে জ্বালা ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(৩)

কুঞ্জের পথে বঁধুয়ার সাথে চলিছে নাগরী পিয়া,
মুখে মধু হাস চোখে মৃদু লাজ হিয়াতে বাঁধিল হিয়া ।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(৪)

বনে নয়, মনে রঙের আগুন
পাও কি দেখিতে পাও কি ?
গানে নয়, প্রাণে প্রণয়ের কথা
সে কথা শুনিতে চাও কি ?
আজ মনে হয় বিপুল ধরণী
ধরিতে পারে না দোঁহারে
মনে হয় শুধু তুমি আমি আছি
আর কিছু নাই কোথারে –
তবু ভাবি যেন তুমি আমি নাই
এক হ'য়ে গেল তাও কি ?
ঘুম-ঘুম-ঐ পিয়ালের শাখায়
ঘুমাক বাতাস, ক্ষতি নাই

নয়ন জাগিছে নয়নের লাগি
হিয়া লাগি হিয়া জাগে তাই—
ক্ষণেকের এই পেয়ালা ভরিয়া
জনমের সুধা নাও কি ?

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(৫)

শুক কহে, সারী প্রেমের লাগিয়া পরাণ সে দেওয়া যায়,
স্বরগের সুধা প্রেম হ'য়ে এলো ধরণীর ধূলিকায়।
সারী কহে, শুক পিরীতি করিয়া কে পেয়েছে সুখ কবে,
সুধা হয় তার কালো হলাহল কালারে চাহে সে যবে।
কহে শুক, তবে নদী কেন অই চাহিছে সাগরে নিতি
ভ্রমরার লাগি কেন ফোটে ফুল কে গড়িল হেন প্রীতি।
সারী হেসে কয়, রাধা কেন তবে কাঁদিল জনম ভ'রে,
কানু কানু করি ঘর হলো পর কেন সে জীবনে মরে।
শুক বলে, শোন পিরীতের গুণ তিলে তিলে সে তো বাড়ে
সব দিয়ে তারে মনে হয় তবু দেই নি তো কিছু তারে।
সারী কহে, ভালো বলেছ হে গুণ তিলে তিলে বাড়ে জ্বালা
প্রেমের নাম যে মরণ রেখেছে বুঝিয়া গোপের বালা ॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য

(৬)

যে পথে যাবে চলি
মুকুল যেও দলি
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজ হাতে,
ভুলিয়া যেও স্মৃতি
ফিরায়ে নিও প্রীতি
একদা দিলে যাহা
অধীর মধু-রাতে।
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজহাতে।

ডেকেছ কত নামে
পুলকে বেদনায়
প্রাণের কাণে কাণে
সে নাম বাজে হায়,
বলিয়া যেও প্রিয়
কেমনে ভোলা যায়।
ফুরালো মিছে খেলা,
কখন গেল বেলা,
ভুল সে হলো সাঁঝে
ফুল যে ছিল প্রাতে।
গানের বাঁশিখানি
ভাঙ্গিও নিজহাতে॥

— অজয় ভট্টাচার্য্য

(৭)

তোমার গোপন কথা স্বপন মুখর গানে
আজিকে ভরিয়া দিও বিরহের কানে কানে।
ভুলে যাই আপনারে, তবু হয় বারে
তোমারে খুঁজিয়া মরি আমার প্রাণের পানে।
নয়নে এলেনা যদি, আসিও মনের দ্বারে
আসিও নিশুতি রাতে, স্মরণ বীণার তারে।
জীবন ভরিয়া ছাওয়া, শেষ হবে গান গাওয়া
মিটিবে সকল পাওয়া, তোমার ব্যথার দানে।

—মোহন রায়

(৮)

নয়নের ধারা মুছে যায়
তাইতো তোমারে ডাকি ;
গহনে বিরহে সব নিও তুমি
আঁখিজল রেখ' বাকী
নিভে গেছে আলো রবি শশী তারা,
অন্ধ মরুতে চলি পথ হারা,
একলা চলার সাথী রেখ' মোর
জলভরা দুটী আঁখি
ছিল যাহা মোর দিয়েছি তোমারে
হে মোর দূরের প্রিয়,
বিনিময়ে তারি প্রাণভরা শুধু
কাঁদার শকতি দিও ;

সমাধি শিয়রে এই দীপমালা
চিরদিন তাহা থাকে যেন জ্বালা,
তারি তলে তুমি শেষ করে দিও
আজো আছে যাহা বাকী।

—মোহন রায়

(৯)

একটি পয়সা দাও গো বাবু
একটি পয়সা দাও—
ময়লা জুতো সয়না পায়ে
পালিশ ক'রে নাও।
কালো কালি বুরুশ ভালো
ঠিক্‌রে যাবে জুতোর আলো
এক পালিশে যায় বারোমাস
একটু থেমে যাও।
একটি পয়সা তোমার কাছে
সে কিছু নয় কি দাম আছে
আমার সে তো রাজার মাণিক
মুখের পানে চাও॥

—অজয় ভট্টাচার্য্য

প্রভাত চিত্র

প্রভাতের

এই অপূর্ব্ব ভক্তিরস সমন্বিত

—বাণীচিত্র—

মানুষের পরস্পরের মধ্যে
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণীতে
সমুজ্জ্বল

সাধু জ্ঞানেশ্বর

শ্রেষ্ঠাংশে :

ভারতীয় চিত্রজগতে নবাঙ্কুত
কিশোর তারকা:

যশোবন্ত
ও
সাহুমোড়ক
সুমতি গুপ্তে
মঞ্জুলা

১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে

"প্যারাডাইস"এ

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে............

মহারাষ্ট্রের যে মহাপুরুষ মানব-মুক্তির পথপ্রদর্শক হইয়া ছিলেন... যাঁহার উদাত্তবাণী আজিও মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে সেই মহাপুরুষের অপরূপ প্রেরণাদীপ্ত জীবনী চিত্র...

—সাধু—
জ্ঞানেশ্বর

সংস্কারবদ্ধ মানবমণের অজ্ঞানতা ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে, যুগ-যুগ-ব্যাপী মোহনিদ্রা হইতে, যিনি সমগ্র বিশ্বকে জাগ্রত করিয়া ছিলেন—ইতিহাসের জ্বলন্ত পৃষ্ঠা হইতে তাঁহারই পূত কাহিনী আজ ছায়াচিত্রে প্রত্যক্ষ আবেদন লইয়া উপস্থিত......

সাধু জ্ঞানেশ্বর

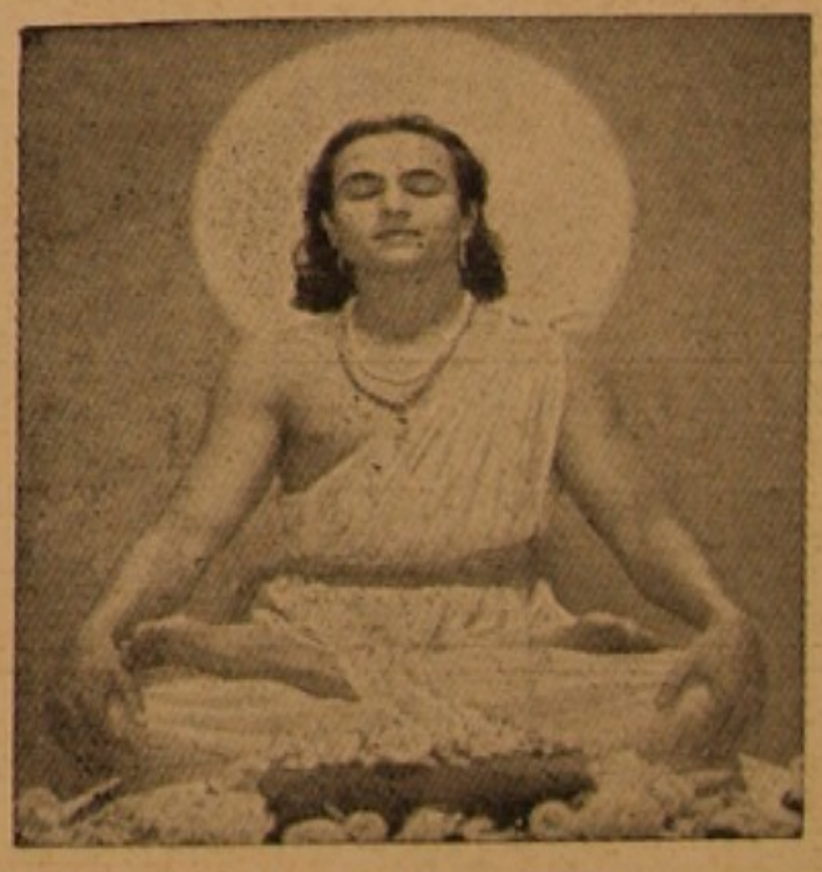

৩৯ নং বেন্টিক ষ্ট্রীট, কপুরচাঁদ লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীশঙ্কর মুরলীধর বাগড়ে কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও বিশ্বমিত্র প্রেস, ১৪।১এ, শম্ভু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।